অষ্টম অধ্যায়

শিল্প

[শিল্পায়ন অর্থনীতির আধুনিকায়ন ও কাঠামোগত রূপান্তর, অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈচিত্র্যায়ন, ক্রমবর্ধমান উৎপাদনশীলতা অর্জন, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনগণের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে ত্বরিৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নিশ্চিত করে। তাই, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে শিল্পায়ন। দেশজ উৎপাদে (জিডিপি) অর্থনীতির এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২৯.৬১ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে (GDP) বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ছিল ২৯ শতাংশ (বিবিএস)। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে দেশে দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সরকার শিল্পায়নকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করছে এবং উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ-এ চারটি খাতের সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। এ সকল খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ৮.৬৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। একই সাথে দেশের সব ধরণের শিল্পখাত যথা উৎপাদন শিল্প, জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য জ্বালানি শিল্প, কৃষি ও বনজ শিল্প, খনিজ সম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পর্যটন ও সেবা শিল্প, নির্মাণ শিল্প, তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিল্পসহ উপযোগী সব ধরণের শিল্পের পরিবেশবান্ধব বিকাশ ও উন্নয়নকল্পে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে "শিল্পনীতি ২০১০" ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র দূরীকরণে ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমঘন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে জমি ও অর্থায়ন এবং ব্যবসায় সহায়তামূলক সেবা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ শিল্পনীতিতে বিধৃত হয়েছে। মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট ও পাট শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট কৃষক ও শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সরকার বন্ধ পাটকল পুনরায় চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে খুলনার পিপলস জুট মিল লিমিটেড, খালিশপুর জুট মিল লিমিটেড নামে এবং সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিল লিমিটেড, জাতীয় জুট মিল লিমিটেড নামে চালু করা হয়েছে।]

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২৯ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২৯.৬১ শতাংশ বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। দেশের জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৫টি খাতের মধ্যে চারটি খাতের (খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ) সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। চারটি খাতের মধ্যে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ। স্থির মূল্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ৮.৬৮ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের (১০.৩১ শতাংশ) চেয়ে ১.৬৩ শতাংশ কম। সারণি ৮.১ এ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত অবদান ও অর্জিত প্রবৃদ্ধি দেখানো হয়েছেঃ

সারণি ৮.১: জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার

(২০০৫-০৬ অর্থবছরের স্থির মূল্যে)

(কোটি টাকায়)

শিল্প	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪ (সাময়িক)
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২০০৩৯.০ (৮.১৭)	২১১৭৬.০ (৫.৬৭)	২২৫৬৯.১ (৬.৫৮)	২৪৫৫৭.৯ (৮.৮১)	২৬১৭৯.৪ (৬.৬০)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	৭৯৬৩১.৪ (৬.২৬)	৮৮৪৭৫.৩ (১১.১১)	৯৭৯৯৮.৩ (১০.৭৬)	১০৮৪৩৬.২ (১০.৬৫)	১১৮৩৬৪.০ (৯.১৬)
মোট	**৯৯৬৭০.৯** (৬.৬৫)	**১০৯৬৫১.৪** (১০.০১)	**১২০৫৬৭.৪** (৯.৯৬)	**১৩২৯৯৪.১** (১০.৫৩)	**১৪৪৫৪৩.৮** (৮.৬৮)

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। নোটঃ বন্ধনীর ভিতর শতকরা প্রবৃদ্ধির হার।

শিল্প নীতি

শিল্পায়ন বা শিল্পখাতকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচনা করে দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে ২০১১ সালে যুগোপযোগী ‘‘শিল্প নীতি ২০১০’’ ঘোষণা করা হয়। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র দূরীকরণ এ নীতির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিল্পনীতিতে যথাযথ কৌশলাদি (strategies) বর্ণিত হয়েছে। শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

শিল্পনীতি ছাড়াও ‘‘ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ২০১১-২০১৫’’ এবং “Outline Perspective Plan of Bangladesh (2010-2021) Making Vision 2021 A Reality” প্রভৃতি দলিলে সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ে তোলার মাধ্যমে বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দারিদ্রপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা বিধৃত রয়েছে। এ লক্ষ্যে এ সকল দলিলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করার বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

শিল্পনীতি ২০১০ -এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দারিদ্র বিমোচন ও অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবারে অন্ততঃ একজনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে (এসএমই) অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এসএমই খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও উন্নয়ন এবং শ্রমঘন শিল্পের পরিকল্পিত ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্রীকৃত কর্মসংস্থানকে বিকেন্দ্রীকরণ ও অধিক সংখ্যক নারী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং দারিদ্র দূরীকরণে শিল্পখাতের একটি অনুষঙ্গরূপে এসএমই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। শিল্পনীতি ২০১০ -এর অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বকে বেগবান করার জন্য বেসরকারি খাতের দক্ষতা ও গতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারের সহায়ক এবং তদারকিমূলক ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

দেশের সম্ভাবনাময় জনসম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষেত্রে চলমান বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার চ্যালেঞ্জ একটি সম্ভাবনাপূর্ণ বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। এ লক্ষ্যে শিল্পনীতি বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সুবিধাভোগীদের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাঝারি থেকে বৃহৎ ম্যানুফ্যাকচারিং পণ্যের উৎপাদন সূচক

উৎপাদনসূচক (Quantum Index of Production) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের পণ্য উৎপাদন পরিমাপের একটি গুরত্বপূর্ণ সূচক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উপাত্ত অনুযায়ী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ভিত্তিতে মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনসূচক ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ১০৮.৭৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে গড় সূচক দাঁড়ায় ১৯৫.১৯। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের গড় উৎপাদন সূচক দাঁড়িয়েছে ২০৫.৪৫।

নিম্নের সারণি ৮.২-এ ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক দেখানো হয়েছে।

সারণি ৮.২: ২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক
(২০০৫-০৬=১০০)

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
	১০৮.৭৬	১১৭.৫০	১২৭.৪৭	১৩৫.০১	১৫৭.৮৯	১৭৪.৯২	১৯৫.১৯	২০৫.৪৫

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। *ডিসেম্বর'১৩ পর্যন্ত

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprises-SMEs)

নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গণ্য করা হয়ে থাকে। ব্যবসায়িক কর্মকান্ডকে উৎসাহিতকরণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও এ খাত প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখে স্বল্প আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য লাঘবে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণসহ এ শিল্পের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও অব্যাহত আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, জাইকা তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল হতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা চালু রয়েছে।

ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এসএমই অর্থায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। দেশে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ৬,৪২,৬৭৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ১৭৭,০২০.০৫ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করেছে। অন্যদিকে নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ৮৯,৮৭৪ টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে সর্বমোট ৬,০৭৮.০৩ কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ (এসএমই) খাতে অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনার প্রতি সরকার ও নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার ফলে বর্তমানে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসএমই খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিতরণকৃত এসএমই ঋণের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদেরকে সরকার ও বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় ঘুর্ণায়মান পদ্ধতিতে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধাদির মাধ্যমে অর্থায়ন করে যাচ্ছে। বর্তমানে এসএমই খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৩টি তহবিল (বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড, বিবি-ওমেন, জাইকা ফান্ড) পরিচালিত হচ্ছে।

উপরোক্ত তিনটি তহবিলের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে পুনঃঅর্থায়নের (জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত) বিবরণ সারণি ৮.৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৩: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পুনঃঅর্থায়ন এর বিবরণ
(জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	তহবিলের নাম	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
		চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ক)	বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল	৩৮৪.৭৬	৫৯৩.৮৮	২৪১.৬৬	১,২২০.২৪	৫,০১৮	৫,৯০৭	১,৭৫৯	১২,৬৮৪
খ)	আইডিএ তহবিল	৮০.৩৪	১৩২.৪৭	৯৯.৮০	৩১২.৬১	১৩৬৮	১৩০৬	৪৮৬	৩১৬০
গ)	এডিবি তহবিল-১	১৪৪.৪৮	১৩২.২৭	৫৮.১৯	৩৩৪.৯৪	৮০০	২,০৯৬	৩৬৮	৩,২৬৪
ঘ)	এডিবি তহবিল-২	-	৫৬৮.৩৯	১৭৮.৫৬	৭৪৬.৯৫	৩,৭৬৫	৭,৪৩৫	২,৪৪৫	১৩,৬৪৫
ঙ)	জাইকা তহবিল	২.৭৬	২৭.৭৫	১০১.৯৩	১৩২.৪৪	১০৩	০৭	৬০	১৭০
চ)	নারী উদ্যোক্তা	১৪৪.২৬	৩৮৭.৬৪	১৭৬.৫৮	৭০৮.৪৮	৩২৬৩	৪৪৬৮	১,২৯৮	৯,০২৯
	সর্বমোট	**৭৫৬.৬০**	**১,৮৪২.৪০**	**৮৫৬.৭২**	**৩,১২০.৭২**	**১৪,৩১৭**	**২১,২১৯**	**৬,৪১৬**	**৪১,৯৫২**

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলঃ

ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (২০)	৩৪৮.৩২	২৮৮.৯০	৭০.৪৮	৭০৭.৭০	৩,১১১	৩,৯৪৬	৮১৮	৭,৮৭৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১)	৩৬.৪০	৩০৪.৯৮	১৭১.১২	৫১২.৫০	১,৯০৭	১,৯৬১	৯৪১	৪,৮০৯
সর্বমোট	**৩৮৪.৭২**	**৫৯৩.৮৮**	**২৪১.৬০**	**১,২২০.২০**	**৫,০১৮**	**৫,৯০৭**	**১,৭৫৯**	**১২,৬৮৪**

খ) ইজিবিএমপি তহবিল (আইডিএ ফান্ড)

ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৭)	৭৩.০৭	৭৫.৭৩	২৮.৫১	১৭৭.৩১	৯৭৩	১১৬৭	৭৯	২২১৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১৫)	৭.২৬	৫৬.৭৪	৭১.৩০	১৩৫.৩০	৩৯৫	১৩৯	৪০৭	৯৪১
সর্বমোট	**৮০.৩৩**	**১৩২.৪৭**	**৯৯.৮১**	**৩১২.৬১**	**১৩৬৮**	**১৩০৬**	**৪৮৬**	**৩১৬০**

গ) এডিবি-১ তহবিল*

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (৯)	১৪৪.৩২	৯০.৯৫	৩৪.১৭	২৬৯.৪৪	৬৫৭	১,৮৯৩	১৫৫	২,৭০৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৭)	০.১৬	৪১.৩২	২৪.০২	৬৫.৫০	১৪৩	২০৩	২১৩	৫৫৯
সর্বমোট	**১৪৪.৪৮**	**১৩২.২৭**	**৫৮.১৯**	**৩৩৪.৯৪**	**৮০০**	**২,০৯৬**	**৩৬৮**	**৩,২৬৪**

ঘ) এডিবি-২ তহবিল**

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১৯)	-	৩০০.৮৮	৮৬.৮৩	৩৮৭.৭১	২,২৪৬	৫,৩১৯	১,২৩০	৮,৭৯৫
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (১২)	-	২৬৭.৫১	৯১.৭৩	৩৫৯.২৪	১,৫১৯	২,১১৬	১,২১৫	৪,৮৫০
সর্বমোট	**-**	**৫৬৮.৩৯**	**১৭৮.৫৬**	**৭৪৬.৯৫**	**৩,৭৬৫**	**৭,৪৩৫**	**২,৪৪৫**	**১৩,৬৪৫**

ঙ) জাইকা তহবিল

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (১১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৯)	২.৭৬	৩২.১৭	১০৯.৮৪	১৪৪.৭৭	১২৩	১০	৬৭	২০০

চ) নারী উদ্যোক্তা তহবিল

	পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ (কোটি টাকায়)				অর্থায়নকৃত এন্টারপ্রাইজের সংখ্যা (খাতভিত্তিক)			
	চলতি মূলধন	মধ্য মেয়াদি ঋণ	দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ	মোট ঋণ	শিল্প	বাণিজ্য	সেবা	মোট
ব্যাংক (২২)	১১৪.৭৭	২৪৪.৮৭	১০৪.১৪	৪৬৩.৭৭	২,০৩৫	৩,৩১৭	৯৩২	৬,২৮৪
আর্থিক প্রতিষ্ঠান (২১)	২৯.৪৯	১৪২.৭৭	৭২.৪৪	২৪৪.৭১	১,২২৮	১,১৫১	৩৬৬	২,৭৪৫
সর্বমোট	১৪৪.২৬	৩৮৭.৬৪	১৭৬.৫৮	৭০৮.৪৮	৩,২৬৩	৪,৪৬৮	১,২৯৮	৯,০২৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সেপ্টেম্বর, ২০০৯ এ তহবিলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে এডিবি-১ তহবিল হতে বিতরণ বন্ধ রয়েছে।

** ডিসেম্বর ২০১৩ এ তহবিলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে এডিবি-২ তহবিল হতে বিতরণ বন্ধ রয়েছে।

উল্লেখ্য, উপরের সবগুলো তহবিলই ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে অর্থায়নের জন্য উপরোল্লিখিত ৬টি স্কিমের আওতায় বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৪,১৯৫২টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় মোট ৩,৪৫৫.৬৭ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

এসএমই খাতের উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, এডিবি তহবিল, জাইকা তহবিল এবং নারী উদ্যোক্তা তহবিল প্রভৃতি থেকে নারী উদ্যোক্তাদেরকে অর্থায়নের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনঃঅর্থায়ন করা হচ্ছে।
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা কর্তৃক এসএমই ঋণ প্রাপ্তির সুবিধার্থে নারী উদ্যোক্তাদের গ্রুপভিত্তিতে এসএমই ঋণ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- প্রতিটি ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে 'উইমেন এন্টেপ্রেনিয়র ডেডিকেটেড ডেস্ক' খোলা হয়েছে।
- পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ঋণগ্রহীতা 'নারী শিল্প উদ্যোক্তা' হলে বা ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় সংখ্যাগরিষ্ঠ উদ্যোক্তা নারী হলে সে সকল প্রতিষ্ঠান/উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট Enterprise/Venture সংশ্লিষ্ট সম্পদ (যন্ত্রপাতি বা ব্যবসায়ে

সংরক্ষিত দ্রব্যাদি/কাঁচামাল ইত্যাদি) ও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে সর্বোচ্চ ২৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি ব্যাংক/নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিবেচনা করতে পারে।

- সারাদেশে নারী উদ্যোক্তাদের দ্বারা পরিচালিত ক্লাস্টার চিহ্নিত করে সেসব ক্লাস্টারে অর্থায়ন ও উন্নয়নের জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপঃ জামালপুরের নকশীকাঁথা, মনিপুরী তাঁত, সিরাজগঞ্জের তাঁত, রাঙ্গামাটির তাঁত, মুন্সীগঞ্জের বাঁশ, বেত প্রভৃতি ক্লাস্টার উল্লেখযোগ্য।
- মহিলাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে অর্থায়িত ব্যাংকের মাধ্যমে ওয়েব মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- নিজ গৃহে বসে নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে এসএমই উদ্যোগ নিচ্ছে যা শিল্প ও সেবা খাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে ত্বরান্বিত করছে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় নারী উদ্যোক্তাদের হ্রাসকৃত সুদহার, ১০ শতাংশ (ব্যাংক রেট+৫ শতাংশ)-এ এসএমই ঋণ প্রদানের নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পুনঃঅর্থায়ন স্কিমসমূহের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
- অধিকহারে নারীদের ব্যবসা তথা উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর সহযোগিতায় নারীদের ব্যবসায়িক প্রশিক্ষণ প্রদান ও নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
- সকল ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অংশগ্রহণে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সমাবেশ, মতবিনিময় অনুষ্ঠান করা হচ্ছে। তাছাড়া, ৫০০ কর্মকর্তাকে নারীবান্ধব এসএমই কার্যক্রম বিষয়সহ এসএমই বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই, এসএমই ফাউন্ডেশন, নাসিব প্রভৃতি সংগঠনের সাথে নারী উদ্যোক্তাদের বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
- আইএফসি-এর সহায়তায় এসএমই সংক্রান্ত তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত ও সদা হালনাগাদ করার লক্ষ্যে 'এসএমই মার্কেট সেগমেন্টেশন ডাটাবেস' নামে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি নতুন রিপোর্টিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে।
- শিল্পনীতি, ২০১০-এর আলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে ভূমি ও ইমারতের ব্যয় ব্যতীত রিপ্লেসমেন্ট ব্যয়সহ স্থায়ী সম্পদের মোট মূল্য কিংবা কর্মক্ষম জনবলের সংখ্যার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে বৃহৎ পরিসরে শিল্প উদ্যোগকে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পও এসএমই অর্থায়নের আওতায় আনা হয়েছে।
- ডিডিসিআই কর্তৃক ২,০০০ নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান বিষয়ক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ।
- সিরডাপ সদস্য দেশগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে এসএমই উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ২০১৩ সালে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৭,৪৪,২২৮ জন এসএমই উদ্যোক্তার অনুকূলে সর্বমোট ৮৫,৩২৩.৩০ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১২ সালে ৪,৬২,৫১৩ জন এসএমই উদ্যোক্তার অনুকূলে সর্বমোট ৬৯,৭৫৩.৩২ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। বিগত বছরের তুলনায় এসএমই উদ্যোক্তাদের অনুকূলে এসএমই ঋণ বিতরণের পরিমাণ ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত ৯,৬১২ জন নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে ৭৭২.৯৫ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে, যা মোট পুনঃঅর্থায়নের ২২ শতাংশ।
- ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ৭০৮.৪৮ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে যা ডিসেম্বর, ২০১২ শেষে ছিল ৫১৪.৫১ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ২০১৩ সালে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে সর্বমোট ৩,৩৪৬.৫৫ কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যা ২০১২ সালে ছিল ২,২৪৪.০১ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত বছরের তুলনায় নারী উদ্যোক্তার অনুকূলে এসএমই ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্পস্থাপনে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম সংক্রান্ত সার্কুলার সংশোধন করে 'পোল্ট্রি ও ডেইরি শিল্প' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই উদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'এসএমএস ক্যাম্পেইন' করা হয়েছে।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী এসএমই উদ্যোক্তাগণকে স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে এন্টারপ্রাইজ খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম 'বাংলাদেশ ব্যাংক ফান্ড'-এর নীতিমালায় কতিপয় সংশোধন/সংযোজন আনা হয়েছে।
- 'কৃষিজাতপণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মফস্বলভিত্তিক শিল্প স্থাপন' ও 'ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (নারী উদ্যোক্তাসহ)' খাতে ইসলামী শরিয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের বিপরীতে তহবিল সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে সার্কুলার ইস্যু করা হয়েছে।

মাইক্রো ও ক্ষুদ্রখাতে জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশকদের বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধার আওতায় স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ নীতিমালায় সংশোধন সংক্রান্ত সার্কুলার লেটার ইস্যু করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের কার্যক্রম

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। এ লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্ন স্থায়ক সেবা ও সুযোগ সুবিধাদি প্রদান করা হচ্ছে। বিসিকের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় শিল্প স্থায়ক কেন্দ্র, শিল্প নগরী, নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্র, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (স্কিটি) ও নকশা কেন্দ্রের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প মূলতঃ বেসরকারি খাতে বিস্তৃত এবং অকৃষিখাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ।

বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি'১৪ সময়ে দেশে মোট ১,২৪২টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,৩৯৯টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। আর এসব শিল্পে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ হচ্ছে ৪৭৭.১৫ কোটি টাকা। উল্লিখিত বিনিয়োগের মধ্যে ব্যাংক, বিসিক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৮৪.৭৫ কোটি টাকা এবং ২০৯.৪৭ কোটি টাকা এসেছে উদ্যোক্তাদের ইক্যুইটি হিসেবে আর বাদবাকী ১৮২.৯৩ কোটি টাকা উদ্যোক্তাদের নিজস্ব উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়েছে। উল্লিখিত বিনিয়োগের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে মোট ৩২,৭১৪ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

সারাদেশে অবস্থিত বিসিকের ৭৪টি শিল্প নগরীতে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৯,৮৭৬টি প্লট মোট ৫,৭৪৮টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ৪,২৭৮টি ইউনিট বর্তমানে উৎপাদন চালু আছে। তন্মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি'১৪ পর্যন্ত ৫২টি প্লট ২৯টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। একই সময়ে ১৪৩টি শিল্প ইউনিট বাস্তবায়িত হয়েছে। ৭৪টি শিল্প নগরীতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত স্থাপিত শিল্প-কারখানাসমূহে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১৭,৪১১.১৩ কোটি টাকা। গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ শিল্প কারখানাগুলোতে মোট ৩৬,০৯৭.৪০ কোটি টাকার পণ্য উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ২০,৮৮৯.৮৬ কোটি টাকার রপ্তানি পণ্য রয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত এসব পণ্য সামগ্রীর মধ্যে বেশির ভাগই হচ্ছে হোসিয়ারী ও নিটওয়ার শিল্পখাত থেকে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে বিনিয়োগ, উৎপাদন, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান এই সবই পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিকের শিল্প নগরীগুলোতে অবস্থিত শিল্প-কারখানা থেকে গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে সরকারকে প্রায় ২,৩১১.৯৬ কোটি টাকা রাজস্ব পরিশোধ করা হয়েছে,যা গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১০শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিসিকের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সারণি ৮.৩.১ তে দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৩.১: বিসিকের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রমের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

শিল্পের ধরণ		২০১৩-১৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা			২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি'১৪ সময়ের অগ্রগতি		
		শিল্প ইউনিট সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ	সৃষ্ট কর্মসংস্থান (জন)	শিল্প ইউনিট সংখ্যা	মোট বিনিয়োগ	সৃষ্ট কর্মসংস্থান (জন)
ক্ষুদ্র শিল্প	নতুন	১,৯০০	৭২৫.০০	৮৩,৯০০	১,২৪২	২৮০.৩৪	১৭,২৮২
	বিদ্যমান	১,০৭০	১৬০.৫০	-	৫৭২	১১০.৪৬	৫,১৪৩
	মোট ক্ষুদ্র শিল্প	২,৯৭০	৮৮৫.৫০	৮৩,৯০০	১,৮১৪	৩৯০.৮০	২২,৪২৫
কুটির শিল্প	নতুন	৪,৭৫০	১১.৮৮	১২,২০০	২,৩৯৯	৫৬.১৯	৭,৩৮৭
	বিদ্যমান	৩,১৫০	৩.১৫	-	১,২৬৫	৩০.১৬	২,৯০২
	মোট কুটির শিল্প	৭,৯০০	১৫.০৩	১২,২০০	৩,৬৬৪	৮৬.৩৫	১০,২৮৯
মোট ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প		১০,৮৭০	৯০০.৫৩	৯৬,১০০	৫,৪৭৮	৪৭৭.১৫	৩২,৭১৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

বিগত ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় ৬৪,১৫১ একর জমিতে লবণ চাষ করা হয়েছিল। ঐসময়ে ৪৪,৭৬১ জন লবণ চাষী লবণ উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় গত ২০১২-১৩ লবণ মৌসুমে ১৬.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। লবণ উৎপাদন মৌসুম সাধারণত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি শুরু হয়ে এপ্রিল পর্যন্ত বলবৎ থাকে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪৫,০০০ জন লবণ চাষীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে ৭০,০০০ একর জমিতে ১৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ চাষের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি লবণ মৌসুমের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৪.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনমূলক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

বিসিক তার অন্যান্য কর্মকান্ডের পাশাপাশি সীমিত পরিসরে কিছু দারিদ্র বিমোচনমূলক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষভাবে ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। এর মধ্যে ''ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি'' উল্লেখযোগ্য। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৮০৬ জন উদ্যোক্তার অনুকূলে ৪০২.৫৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১,৮১৯ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় শুরু হতে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৩৩,১৬৪ জন উদ্যোক্তাকে ১০৩.৫৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং এতে ৯৭,০৪৮ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত বিতরণকৃত ঋণের আদায়যোগ্য মোট ১১৫.৯৫ কোটি টাকার বিপরীতে মোট ৯১.৪৫ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৭৮ শতাংশ।

চামড়া শিল্প নগরী স্থাপন

ঢাকা মহানগরীর হাজারিবাগের ট্যানারী শিল্পসমূহকে পরিবেশ বান্ধব স্থানে স্থানান্তরের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার ধলেশ্বরী নদীর তীরে ২০০ একর আয়তন বিশিষ্ট চামড়া শিল্প নগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১,০৭৮.৭১ কোটি টাকা এবং এটি ২০০৩-১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেখানকার ২০৫টি প্লট ১৫৫টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। শিল্প নগরীর পানি শোধনাগার স্থাপন ও সরবরাহের কাজ আরডিএ বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নের কাজও সমাপ্তির পথে। কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র মূল্যায়নপূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত প্লটগুলোতে শিল্প-কারখানা স্থাপিত হলে সেখানে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়।

এপিআই শিল্প পার্ক স্থাপন

ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিসিক একটি ওষুধ শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এবং বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প মালিক সমিতির মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০০৮-২০১৫ মেয়াদে ৩৩১.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলায় জমি অধিগ্রহণ শেষে মাটি ভরাট কাজসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ চলছে। প্রকল্পটির জমির পরিমাণ ২০০ একর, এটি বাস্তবায়িত হলে ৪২টি শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে এবং প্রায় ২৫ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা যায়।

বিসিক শিল্প পার্ক- সিরাজগঞ্জ

ইতঃপূর্বে বন্ধ করে দেওয়া "বিসিক শিল্পপার্ক-সিরাজগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এটি মোট ৪০০ একর জায়গায় ৪৮৯.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১০-১৫ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে এখানে ৮০১টি শিল্প প্লটে ৫৭০টি রপ্তানিমুখী, আমদানি বিকল্প এবং দেশজ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠবে। এখানে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বিসিক শতরঞ্জি শিল্প উন্নয়ন, নিশবেতগঞ্জ, রংপুর

দেশের ঐতিহ্যবাহী শতরঞ্জি শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ২০১০-১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় বরাদ্দে "বিসিক শতরঞ্জি শিল্প উন্নয়ন, নিশবেতগঞ্জ, রংপুর" শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত ও অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৩৫টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৫২৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ২১৩ জন কারুশিল্প মালিককে ৮৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন, কুমারখালি, কুষ্টিয়া

বিসিক স্পেশাল ইকোনমিক জোন (টেক্সটাইল), কুমারখালি, কুষ্টিয়া প্রকল্পটি মোট ১০ একর জমিতে ২০১০-১৫ মেয়াদে মোট ১৩.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এটি বাস্তবায়িত হলে এখানে ৬৮টি শিল্প প্লটে ৩০-৩৫টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি টেক্সটাইল শিল্প ইউনিট স্থাপিত হবে এবং এতে প্রায় ২০০০ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ

(ক) বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)

বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বিসিআইসি)'র অধীনে ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান (মাঝারী ও বৃহৎ) পরিচালিত হচ্ছে। বিসিআইসির অধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান গুলোতে ইউরিয়া ও টিএসপি সার, কাগজ ও হার্ডবোর্ড, সিমেন্ট, গ্লাসশিট, ইন্স্যুলেটর, স্যানিটারিওয়্যার ইত্যাদি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। তবে বিসিআইসির উৎপাদিত পণ্যের ৮০ শতাংশ বিভিন্ন রাসায়নিক সার যার মধ্যে ৭০ শতাংশ ইউরিয়া সার।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে ১,২২৫.৮৭ কোটি টাকা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত উৎপাদন হয়েছে ১,০৭৭.৭২ কোটি টাকার পণ্য, যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৮ শতাংশ। একই সময়ে সংস্থার

কারখানাসমূহের বিক্রয়ের অঙ্ক ছিল ১,২৪০.৬০ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার ১০১ শতাংশ। এ সময়ে সংস্থার কারখানাসমূহ থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব (কর ও শুল্ক) হিসেবে ৭৬.৪২ কোটি টাকা জমা দিয়েছে।

বিসিআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন কারখানাসমূহে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ৫,৫৯,৩০৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫৩,৫২০ মেট্রিক টন টিএসপি, ১৯,৭৭৩ মেট্রিক টন ডিএপি, ৬,৬৪৬ মেট্রিক টন কাগজ, ৩৫,৩১৫ মেট্রিক টন সিমেন্ট, ১২.৭৬ লক্ষ বর্গ মিটার গ্লাস শিট, ৬৮১ মেট্রিক টন স্যানিটারিওয়্যার, ১,১৭০ মেট্রিক টন ইন্স্যুলেটর ও রিফ্রেক্টরীজ এবং ১৯.৯৫ লক্ষ বর্গফুট হার্ডবোর্ড উৎপাদিত হয়েছে।

দেশে ইউরিয়া সারের বিদ্যমান ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে বার্ষিক ৫.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি (এসএফসি) স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সর্বমোট ৫৮০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চীন সরকারের রেয়াতি ঋণ (Concessional Loan) ২৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, চীনা এক্সিম ব্যাংকের প্রেফারেন্সিয়াল বায়ার্স ক্রেডিট (Preferential Buyer's Credit) ৩২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশ সরকারের ২০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা মোট ৫৪০৯.০০৪৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্পের (এসএফপি) ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে প্রকল্পের ঋণ চুক্তি এবং প্রকল্পের সাধারণ ঠিকাদারের সাথে বিসিআইসি'র বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি)

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন চিনি উৎপাদন, উপকরণ এবং উৎপাদিত পণ্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত করে সাধারণ ভোক্তাদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখায় সহায়তা করছে। বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যে রয়েছে চিনি কল, ডিস্টিলারি প্রতিষ্ঠান এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি চিনি কলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে চিনির বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে চিনির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোতে চিনি উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে দেশে বেসরকারি খাতে স্থাপিত ৫/৬টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন ও বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৯৮,২৭০.৪০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে। চলতি অর্থবছর শেষে সংস্থা কর্তৃক সরকারি কোষাগারে প্রদত্ত শুল্ক ও কর বাবদ ৯৬.৭০ কোটি টাকা জমার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।

(গ) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)

বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে। ৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ইস্টার্ণ কেবলস লিঃ এর ৪৯ শতাংশ শেয়ার ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের বিদ্যুতায়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে মোটরসাইকেল, মিশুক, জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, বৈদ্যুতিক কেবলস, টিউব লাইট, সুপার এনামেলড কপার, ওয়্যার, ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, রেজর ব্লেড, জলযান মেরামত, মোটর সাইকেল ও মিশুক, বাস, ট্রাক ও জীপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ৩৩৯.৭৬ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়। বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেট অনুযায়ী ৯৫৪.৭০ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও ১,০৯৭.৮৩ কোটি টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী বিক্রয় হবে বলে আশা করা যায়। মূল্যের ভিত্তিতে বর্তমানে পরিচালনাধীন ৯টি প্রতিষ্ঠানে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় চলতি বছরে সার্বিক উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১৪ শতাংশ ও ১২ শতাংশ বৃদ্ধি

পেতে পারে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সার্বিক নীট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা ৬৩.২১ কোটি টাকার বিপরীতে ৩১.৫৮ কোটি টাকা অর্জিত হয় যা লক্ষ্যমাত্রার ৫২ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সংস্থা কর্তৃক প্রকৃত মুনাফা ৯৪.৯৭ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছিল। চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ১৪ পর্যন্ত সংস্থা কর্তৃক শুল্ক কর বাবদ সরকারি কোষাগারে ১৬২.২১ কোটি টাকা জমা করা হয়। উল্লেখ্য, গত অর্থবছরে (২০১২-১৩) বিএসইসি শুল্ককর বাবদ সরকারি কোষাগারে ৪৩৪.৩৪ কোটি টাকা জমা করে।

বিএসইসি-এর অন্যতম ২টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হচ্ছে প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এবং চট্টগ্রাম ড্রাইডক ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ। প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ প্রধানত বাস, জীপ, ট্রাক ইত্যাদি গাড়ি সংযোজন করে বাজারজাত করে থাকে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫২৫ টি গাড়ি সংযোজনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ২৪৭ টি গাড়ী সংযোজনপূর্বক বাজারজাত করেছে।কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জনকল্যাণ-মূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও আধুনিক প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে বিএসইসি'র প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য কার্যক্রমগুলো হ'ল-প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এ সেডান কার সংযোজন, প্রগতির তেজগাঁও অফিসের খোলা জায়গায় বহুতল অত্যাধুনিক ওয়ার্কশপ-কাম শো-রুম নির্মাণ, চিটাগাং ড্রাইডক লিমিটেড সমুদ্রগামী জাহাজ (১০,০০০ ডিডব্লিউটি) নির্মাণের লক্ষ্যে ডক/শ্লিপওয়েসহ পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদি স্থাপন,বাংলাদেশ ব্লেড ফ্যাষ্টরী লিঃ এ পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি। বিএসইসি-এর ইষ্টার্ন টিউবস লিঃ (ইটিএল) এর কারখানায় পূর্ণাঙ্গ এনার্জি সেভিং বাল্ব (সিএফএল) তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও কারখানার জন্য মেশিনারিজ ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। ইটিএল-এর কারখানায় শীঘ্রই টি-৮ টিউব লাইট উৎপাদনের কাজ শুরু হবে।

(ঘ) বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প কর্পোরেশন (বিটিএমসি)

বর্তমানে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলগুলোতে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতির মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত করা হয়। বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহ এ ব্যবস্থায় চুক্তিবদ্ধ সুতার ব্যবসায়ী/পার্টির সরবরাহকৃত কাঁচাতুলা থেকে চাহিদা মোতাবেক সুতা উৎপাদন করে তাদের সরবরাহ করে। মিলগুলো বেল প্রতি নির্ধারিত সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বিটিএমসির নিয়ন্ত্রণে চালু এবং বন্ধ/লে-অফসহ মোট ১৮টি মিলের মধ্যে বর্তমানে ৪টি মিল সার্ভিস চার্জ ভিত্তিতে চালু আছে, ১টি মিল ভাড়ায় পরিচালিত হচ্ছে। সার্ভিসচার্জ পার্টি না থাকায় অবশিষ্ট ১১টি মিলে উৎপাদন সাময়িক বন্ধ অবস্থায় আছে। খুলনা টেক্সটাইল মিলকে ''খুলনা টেক্সটাইল পল্লী''তে রূপান্তরের লক্ষ্যে ২৪টি ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্লট চিহ্নিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মামলাজনিত কারণে ''খুলনা টেক্সটাইল পল্লী'' বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে। মামলার রায় পাওয়ার পর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। একই লক্ষ্যে খুলনা টেক্সটাইল মিলের ন্যায় নারায়ণগঞ্জস্থ চিত্তরঞ্জন কটন মিলের জমিতে আরও ১ টি টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের বিষয় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিটিএমসির মিলগুলোতে কম্পোজিট মিলসমূহের বুনন বিভাগ (তাঁত) বন্ধ করে দেয়ায় বর্তমানে কাপড় উৎপাদন করা হয় না। শুধুমাত্র সার্ভিস চার্জ পদ্ধতির মাধ্যমে সুতার ব্যবসায়ী/পার্টির চাহিদা মোতাবেক তাদের সরবরাহকৃত কাঁচাতুলা থেকে সুতা উৎপাদন করে তাদের সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত বিটিএমসির মিলসমূহে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে মোট ১.৩ মিলিয়ন কেজি সুতা উৎপাদিত হয়েছে।

১৯৯৬-৯৭ অর্থবছর হতে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি প্রবর্তনের পর ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত সুতা উৎপাদনের পরিমাণ সারণি ৮.৩.২ তে দেয়া হলো।

সারণি ৮.৩.২: সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি প্রবর্তনের পর হতে বিটিএমসির মিলসমূহে সুতা উৎপাদনের পরিমাণ

অর্থবছর	স্থাপিত ক্ষমতা (সংখ্যা)		উৎপাদন	
	টাকু (সংখ্যা)	তাঁত (সংখ্যা)	সুতা (মিলিয়ন কেজি)	কাপড় (লক্ষ মিটার)
১৯৯৬-৯৭	৬০৪০২০	২৩৩৭	৬.৯৩	০.০৮৬৫
১৯৯৭-৯৮	৪৪৫৬৪০	৫৬২	৮.১০	০.০১৯৪
১৯৯৮-৯৯	৪৫৫৮৭৬	-	৯.৪০	-
১৯৯৯-০০	৩৩১৩২৮	-	১২.৩০	-
২০০০-০১	৩৩৯৬৮০	-	১৪.৮২	-
২০০১-০২	৩৫৬৩৮৪	-	১৪.৪৩	-
২০০২-০৩	৩০৪২৯৬	-	৯.৩৬	-
২০০৩-০৪	১৯৯৮৪০	-	৯.৭১	-
২০০৪-০৫	১৯৯৮৪০	-	৯.৪৮	-
২০০৫-০৬	১৯৯৮৪০	-	৭.৯৯	-
২০০৬-০৭	১৯০০৫০	-	৮.৮৭	-
২০০৭-০৮	১৯৫০৮৮	-	৭.৯৫	-
২০০৮-০৯	১৭৬৫১২	-	২.৩৪	-
২০০৯-১০	১৭৬৫১২	-	১.১৫	-
২০১০-১১	১৭৬৫১২	-	২.৪১	-
২০১১-১২	১৭৬৫১২	-	১.০৯	
২০১২-১৩	১৬৮৯৬৮		১.৭	
২০১৩-১৪*	১৬৮৯৬৮		১.৩	

সূত্রঃ বিটিএমসি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি'১৪ পর্যন্ত।

বিটিএমসির সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু মিলগুলোতে কাংখিত উৎপাদন ক্ষমতা অর্জন এবং কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সংস্থার বন্ধ মিল হতে ভাল মেশিনারি/যন্ত্রাংশ এ সকল চালু মিলে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উৎপাদিত সুতার গুনগত মানও উন্নত হয়েছে। বর্তমান সরকারের পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি) উদ্যোগ বিটিএমসিতেও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিপি'র আওতায় বিটিএমসির ঢাকাস্থ বন্ধ ২/১টি মিলকে আধুনিক মেশিনারী প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি সহ বন্ধ মিলকে পুনরায় চালুকরণ ও সংস্থাকে লাভবান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের তাঁত ও রেশমশিল্প

বাংলাদেশের গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কৃষির পরই তাঁত শিল্পের অবস্থান। তাঁত শুমারি, ২০০৩ অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে প্রায় ৮৩ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদিত হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিচ্ছে । এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৯ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা প্রায় ০.৫০৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে প্রায় ০.৩১৩ মিলিয়ন তাঁত সচল, অবশিষ্ট প্রায় ০.১৯২ মিলিয়ন তাঁত অচল রয়েছে। তাঁত অচল থাকার প্রধান কারণ চলতি মূলধনের অভাব। এ শিল্পের বছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা।

দেশে তাঁত শিল্প তথা তাঁতিদের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় তাঁতিদের চলতি মূলধন সরবরাহকল্পে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৫১৮.১০ (পুঞ্জিভূত ঋণ)মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ঋণ বিতরণ, আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায় এবং আদায়ের হার (%) সারণি ৮.৩.৩ -তে দেয়া হলো।

সারণি ৮.৩.৩: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক ঋণ বিতরণ, আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায় এবং আদায়ের হার

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ	আদায়	আদায়ের শতকরা হার
ক্রমপুঞ্জিত (জুন, ২০০৩)	২১৫.৮০	৭০.১০	৫৪.৩৮
২০০৩-০৪	৮০.৭০	৩৬.২০	৫১.৫৭
২০০৪-০৫	৯১.৬০	৩১.২০	৪০.৮৯
২০০৫-০৬	৪৬.৮০	৩৬.০০	৫৫.১১
২০০৬-০৭	৩৩.১০	৪০.৮০	৫৭.৯৫
২০০৭-০৮	৬.০০	২৩.৪০	৪৩.৪১
২০০৮-০৯	৬.৯৫	২৪.৬৬	৮১.৬৫
২০০৯-১০	১৫.৯২	২০.৮৩	৫৪.৯৩
২০১০-১১	১৩.৬	১৯.৬০	৫৬.০৮
২০১১-১২	৭.৬০	১.৬০	৫৭.০৭
ক্রমপুঞ্জিত (মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত)	**৫৬৯.১৪**	**৩৬৭.৫৪**	**৬২.০০**

সূত্রঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

সেরিকালচার ও রেশম শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড (বারেবো), বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক একক অথবা যৌথভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং দেশের পার্বত্য জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন, তুঁত বাগান তৈরি, মডেল হিসেবে রেশম পল্লী স্থাপন, রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণি ৮.৩.৪ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৮.৩.৪ সরকারি খাতে রোগমুক্ত রেশম ডিম, রেশম গুটি, রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যাদি

অর্থবছর	রোগমুক্ত রেশম ডিম (মিলিয়ন সংখ্যা)	রেশম গুটি (মিলিয়ন কেজি)	রেশম সুতা (হাজার কেজি)	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান (লক্ষ টাকা)	
				রেশম চাষী	রেশম তাঁতি
২০০০-০১	০.৩৬৫	০.১০১	১.২৪		
২০০১-০২	০.৩৪২	০.০৯২	২.০৩	-	-
২০০২-০৩	০.৩০৪	০.০৮২	০.০৯	-	-
২০০৩-০৪	০.৩৪২	০.১২২	০.০৮	-	-
২০০৪-০৫	০.৩২২	০.১২১	০.০৭	-	-
২০০৫-০৬	০.৩৬৬	০.১৬০	১.৩০	-	-
২০০৬-০৭	০.৩৭৩	০.১৬৩	১.০৫		
২০০৭-০৮	০.৩৪৬	০.১৪৪	০.৩৬		
২০০৮-০৯	০.৫৯০	০.২৩৯	০.৭৫		
২০০৯-১০	০.৫৫০	০.১৪৭	১.২৯		
২০১০-১১	০.৪৬৭	০.১৭৬	২.১৪		
২০১১-১২	০.৪৪৩	০.১৮০	২.৬৬		
২০১২-১৩	০.৪২৭	০.১২২	১.৬৪		
২০১৩-১৪	০.২৯০	০.০৪৪	০.৬৫	বিতরণঃ ২৩১.৩০ আদায়ঃ ২০৪.৩১	বিতরণঃ২৭২.৫৮ আদায়ঃ ২৪০.১৯

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

সুতা ও কাপড়ের উৎপাদন

দেশের বস্ত্র খাতে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদন এবং এ সংক্রান্ত শিল্প কারখানা মূলতঃ বেসরকারি খাতে বিস্তৃত। দেশে বর্তমানে সরকারি খাতে ২২টি, বেসরকারি খাতে ৩৯২টি কটন স্পিনিং মিল রয়েছে। এ সকল মিলের বার্ষিক সুতা উৎপাদন ক্ষমতা ২,০৭৫.০০ মিলিয়ন কেজি। বর্তমানে দেশে ৭৮২টি উইভিং মিল (বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২,৬৫০ মিলিয়ন মিটার), ১,০৬৫টি স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ও পাওয়ার লুম ইউনিট (উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৪০০ মিলিয়ন মিটার), হস্তচালিত ইউনিটের সংখ্যা ১,৪৮,৩৪২টি (উৎপাদন ক্ষমতা ৮৩৭ মিলিয়ন মিটার) রয়েছে। এগুলো ছাড়াও সর্বমোট ৩০০০টি নীটিং, নীট-ডাইয়িং ইউনিট (এর মধ্যে ১,৪০০টি রপ্তানিমুখী ইউনিট), ৩১৫টি ডায়িং-প্রিন্টিং এবং ফিনিশিং ইউনিট (উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০০মিলিয়ন মিটার)

২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত দেশে উৎপাদিত মোট সুতার পরিমাণ ৮০১.৩২ মিলিয়ন কেজি যার মধ্যে বেসরকারি খাতে উৎপাদনের পরিমাণ ৮০০ মিলিয়ন কেজি। এ সময়ে দেশে মোট কাপড় উৎপাদনের (৩,৫৫০ মিলিয়ন মিটার) পুরোটাই বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিগত ২০০১-০২ থেকে ২০১৩-১৪ (ডিসেম্বর '১৩) পর্যন্ত সুতা ও কাপড় উৎপাদনের পরিসংখ্যান সারণি ৮.৩.৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৩.৫ সরকারি ও বেসরকারি খাতে সুতা ও কাপড়ের উৎপাদনের পরিসংখ্যান

বছর	সুতার উৎপাদন (মিলিয়ন কেজি)			কাপড়ের উৎপাদন (মিলিয়ন মিটার)		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট
২০০১-০২	১৪.৪৩	২৫১.৪৬	২৬৫.৮৯	-	২,০৫০.০০	২,০৫০.০০
২০০২-০৩	৯.৩৬	৩৪০.০০	৩৪৯.৩৬	-	২,২০০.০০	২,২০০.০০
২০০৩-০৪	৯.৭১	৩৮০.০০	৩৮৯.৭১	-	২,৭৫০.০০	২,৭৫০.০০
২০০৪-০৫	৯.৪৮	৪৫০.০০	৪৫৯.৪৮	-	৩,১০০.০০	৩,১০০.০০
২০০৫-০৬	৮.০০	৫৩৮.০০	৫৪৬.০০	-	৪,০৯০.০০	৪,০৯০.০০
২০০৬-০৭	৮.৮৬	৬০৮.৮৬	৬১৭.৭২	-	৪,৯১০.০০	৪,৯১০.০০
২০০৭-০৮	৭.৯৫	৭১০.০০	৭১৭.৯৫	-	৫,৮০০.০০	৫,৮০০.০০
২০০৮-০৯	২.৩৩	৩৭৬.৭৪	৩৭৯.০৭	-	৬,৩৮০.০০	৬,৩৮০.০০
২০০৯-১০	১.১৪	১০০০.০০	১০০১.১৪	-	৭,২০০.০০	৭,২০০.০০
২০১০-১১	২.৪০	১৭০০.০০	১৭০২.৪০	-	৭৩৫০.০০	৭৩৫০.০০
২০১১-১২	**০.৯৩**	১৬৪০.০০	১৬৪০.৯৩	-	৭২০০.০০	৭২০০.০০
২০১২-১৩	**১.৬৬**	১৭২০.০০	১৭২১.৬৬	-	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০
১০১৩-১৪*	**১.৩২**	৮০০.০০	৮০১.৩২		৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০

সূত্রঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় *ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত

বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন (বিজেএমসি)

পাট ও পাট শিল্প পরিবেশবান্ধব। এ শিল্প শতভাগ দেশজ কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ দ্বারা পরিচালিত, বৃহৎ কর্মসংস্থান ক্ষেত্র এবং রপ্তানি মূল্যের ১০০ শতাংশ Repatriation ভিত্তিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী। দেশে উৎপাদিত কাঁচা পাটের সিংহভাগ কাঁচামাল হিসেবে বিজেএমসির পাটকল সমূহে ব্যবহৃত হয়। রাষ্ট্রায়াত্ত্ব খাতের পাটকলগুলো কাঁচা পাট ক্রয় করে পাট চাষীদের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। বিজেএমসির মিলসমূহে প্রধানত হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগিং, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। বিজেএমসির মোট ২৭টি পাটকলের মধ্যে চালু ১৮টি পাটকলে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে প্রকৃত উৎপাদন হয়েছে প্রায় ০.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন। আর্থিক সংকট, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা যায়নি।

বিজেএমসি পাটজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিজেএমসির আওতাভুক্ত পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ০.৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি আয় ৩৩৭.১৪ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পাটজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ ও রপ্তানি আয় ছিল যথাক্রমে ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও ১,৩৬৩.১৮ কোটি টাকা।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এদেশের প্রায় তিন কোটি জনবলের জীবিকা নির্বাহের সাথে সংশ্লিষ্ট পাট শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনস্বীকার্য। লোকসানের অজুহাতে শিল্প কারখানা বন্ধ না রেখে লোকসানি শিল্প কারখানা দক্ষতার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে লাভজনকভাবে এগুলোকে চালু করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনার পিপলস জুট মিলস লিঃ, খালিশপুর জুট মিলস লিঃ নামে এবং সিরাজগঞ্জের কওমী জুট মিলস লিঃ, জাতীয় জুট মিলস লিঃ নামে পুনরায় চালু করা হয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন ঘাটতি কমানোর জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে- বন্ধ হওয়া আদমজি জুট মিলের মেশিনারীজ বিভিন্ন চালু জুট মিলে ব্যবহার, মেশিন/মেশিনারীজ রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি জোরদারকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনবলের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

শিল্পপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ

দেশে শিল্পের বিকাশ, মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য মানকে বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কাজ করছে। বিএসটিআই পণ্যের পরীক্ষা পদ্ধতির জাতীয় মান নির্ধারণ, নির্ধারিত মানের ভিত্তিতে পণ্যের গুণগতমানের পরীক্ষা/বিশ্লেষণ, নিয়ন্ত্রণ, নিশ্চয়তা বিধান এবং ওজন ও পরিমাপের সঠিকতা তদারকির দায়িত্বও পালন করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান দেশে উৎপাদিত/আমদানিকৃত/বাজারজাতকৃত পণ্যের নমুনা জমাদান, পরীক্ষণ, গুণগতমানের সনদ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' ভিত্তিতে সম্পাদন করে থাকে। বিএসটিআই দেশের ৬টি বিভাগে এ সকল কার্যক্রম ৬টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে।

"বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (অ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৩" এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে বিএসটিআই কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৬২৫ টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ৪৬৪ টি সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১,১৭৭টি মামলা দায়ের করে প্রায় ২.৮৫ কোটি টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ।

অপরদিকে "ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ ১৯৮২" এবং "ওজন ও পরিমাপ আইন (সংশোধনী), ২০০১" এর অধীনে মেট্রোলজী কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিতকরণে বিএসটিআই কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত সর্বমোট ৬২৫ টি ভ্রাম্যমান আদালত ও ৪৬৪ টি সার্ভিল্যান্স টিম পরিচালনার মাধ্যমে ৮০২ টি মামলা করে ১৭ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে প্রদান করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে বিএসটিআই এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরি ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) থেকে Accreditation অর্জন করেছে। বিএসটিআই এর Product Certification এর আওতায় প্রারম্ভিক পর্যায়ে ৫টি এবং ২য় পর্যায়ে ৬টিসহ মোট ১১টি পণ্যের জন্য ভারতের National Accreditation Board for Certification Body (NABCB) থেকে Accreditation পাওয়া গেছে। আরও বিভিন্ন পণ্যকে ক্রমান্বয়ে এক্রিডিটেশনের আওতায় আনার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, সম্প্রতি Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই এর National Metrology Laboratories (NML) এর ০৬টি ল্যাবকে Accreditation প্রদান করেছে। এ ছাড়াও বিএসটিআই এর Management System Certification কার্যক্রমও Norwegian Accreditation Authority থেকে Accreditation পেয়েছে। বিএসটিআই থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9001, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14001 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 এর উপর ২০টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ইতোমধ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই এর অফিস কাম ল্যাবরেটরি স্থাপনপূর্বক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ এই ৫টি জেলায় বিএসটিআই এর অফিস কাম ল্যাবরেটরি স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ পূর্বক ইতোমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। জার্মানীর GIZ এর আর্থিক সহায়তায় বিএসটিআইতে একটি আধুনিক Energy Efficient Testing ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। CNG Mass Verification Laboratory স্থাপন এবং South Asian Regional Standards Body (SARSO) এর অফিস ভবন ঢাকায় বিএসটিআই কম্পাউন্ডে নির্মিত হচ্ছে।

শিল্পখাতে কারিগরি সহায়তা

বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) বিভিন্ন বিষয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত করে (স্থানীয় ও আমদানি বিকল্প) দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করে থাকে। এর লক্ষ্য হচ্ছে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ কারিগরি জনবল সৃষ্টি করা, উন্নত প্রযুক্তি আহরণ ও হস্তান্তরসহ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি। এতে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদন প্রক্রিয়া চলমান রাখার সহায়তার পাশাপাশি এরূপ সহায়তা প্রদান খাত থেকে রাজস্ব আহরণও হয়ে থাকে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান, শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের নকশা প্রণয়ন ও সেগুলো তৈরি/মেরামত বাবদ বিটাকের এ খাত থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ১৩৬৯.৫৮ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি তৈরি করে এবং অন্যান্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিটাক দেশে আত্ম-কর্মস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনেও সহায়তা করছে।

শিল্পখাতে মেধাসম্পদ (পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস) বিষয়ক কার্যক্রম

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বাংলাদেশের মেধাসম্পদ বিষয়ে একটি বিশেষায়িত সংস্থা। নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য পেটেন্ট মঞ্জুর, নতুন ও মৌলিক ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ডিজাইন নিবন্ধন এবং ট্রেডমার্কস নিবন্ধন করার দায়িত্ব পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। ট্রেডমার্কস কার্যক্রম ট্রেডমার্কস আইন মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে। পেটেন্ট মঞ্জুর, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্কস নিবন্ধন প্রভৃতি সেবা প্রদান করে সংস্থার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ খাতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত আয় ৭.২০ কোটি টাকা। যা গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে ছিল প্রায় ১০.১৪ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পখাতভুক্ত সংস্থাসমূহের সংস্কার কর্মসূচি

সরকারের হাতে সংরক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের প্রধান উপাদানগুলো হলো: (ক) পণ্য বাজারে প্রতিযোগিতা, (খ) বাজার পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, (গ) প্রতিযোগিতামূলক মজুরি ও কর্মসংস্থান, (ঘ) বাজারমুখী অর্থায়ন, (ঙ) বিপণন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণ এবং (চ) প্রতিষ্ঠানকে লাভজনকভাবে পরিচালনা। রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নে বর্তমানে যে সব সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নিম্নরূপঃ

- চালু রাষ্ট্রায়াত্ত্ব শিল্প খাতের অতিরিক্ত জনবল হ্রাসসহ অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাসকরণপূর্বক লোকসান কমানো;
- রাষ্ট্রায়াত্ত্ব খাতের যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণের জন্য বার্ষিক নিরীক্ষা সময়মত সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ,
- রাষ্ট্রায়াত্ত্ব শিল্প খাতের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা আরোপের লক্ষ্যে পুরস্কার /শাস্তি স্কিম সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

শিল্প বিনিয়োগ পরিস্থিতি

শিল্প ঋণ

বাংলাদেশের মত কৃষি-নির্ভর উন্নয়নশীল দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাঙ্খিত গতিশীলতা অর্জনকল্পে প্রয়োজন দ্রুত শিল্পায়ন। এ প্রেক্ষিতে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত শিল্পায়নকল্পে বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান ২০১৩-১৪ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্প খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত বছরওয়ারী শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি সারণি ৮.৪-এ দেখানো হলো।

সারণি ৮.৪: শিল্প ঋণের বছর ভিত্তিক বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
১৯৯৫-৯৬	৩৬৭৫.৬৯	১২৩০.৪৪	৪৯০৬.১৩	৩৪০২.৮৮	৫১৯.৬৯	৩৯২২.৫৭
১৯৯৬-৯৭	৬৯৭৯.৭৫	১২০০.০০	৮১৭৯.৭৫	৫৬৯২.৭০	৮৮৭.১৯	৬৫৭৯.৮৯
১৯৯৭-৯৮	৬৫৯১.০৩	১১২০.৩৪	৭৭১১.৩৭	৫৪০৯.৭২	৮৫৯.৪৩	৬২৬৯.১৫
১৯৯৮-৯৯	৭৯০৫.৪৮	১৩৩০.১০	৯২৩৫.৫৯	৫২৮১.৬৫	১০৯৩.৩১	৬৩৭৪.৯৬
১৯৯৯-০০	১০৬৮১.৭৪	১৬২৭.২৬	১২৩০৯.০০	৭২০০.১৩	১৬৫৩.৩৪	৮৮৫৩.৪৭
২০০০-০১	১৩৬৮২.৩৯	৩০৫৭.০৭	১৬৪৩৯.৪৬	৯৭৭৭.৪৭	২৭৯৫.১০	১২৫৭২.৫৭
২০০১-০২	১৩৭৬৫.১২	৩৫০৫.১৫	১৭২৭০.২৭	৯৬৩৮.৩৪	৩২১২.৯৭	১২৮৫১.৩১
২০০২-০৩	১৫৬৭১.৪৬	৩৯৬১.৯৯	১৯৬৩৩.৪৫	১২২৮৩.২১	৩৮৩৫.১২	১৬১১৮.৩৩
২০০৩-০৪	১৮৭০৩.১০	৬৬৭৫.৯৯	২৫৩৭৯.০৯	১৫৪৩৫.০০	৪৯৬৩.৪৪	২০৩৯৮.৪৪
২০০৪-০৫	২২১৭৫.৭৮	৮৭০৪.৫২	৩০৮৮০.৩০	১৮১৮৯.৬৫	৮৫৪৬.৯৮	২৬৭৩৬.৬৩
২০০৫-০৬	২৮৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮০৯৮.৫৫	২২৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১৬৫১.৩২	১২৩৯৪.৭৮	৪৪০৪৬.১০	২৩৭৯০.৫৪	৯০৬৮.৪৫	৩২৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮	৩৯৯৬৩.৪৯	২০১৫০.৮২	৬০১১৪.৩১	২৮৮৪৯.৬০	১৩৬২৪.২০	৪২৪৭৩.৮০
২০০৮-০৯	৪৫০২৮.২৮	১৯৯৭২.৬৯	৬৫০০০.৯৭	৩৬৫৭৭.৮৯	১৬৩০২.৪৮	৫২৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯১৭১.৯৫	২৫৮৭৫.৬৬	৮৫০৪৭.৬১	৪৫২৩১.৭৫	১৮৯৮২.৭০	৬৪২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১০	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩	১,০৩,১৬৫.৫৬	৪২,৫২৮.৩১	১,৪৫,৬৯৩.৮৭	৮৫,৪৯৬.১৪	৩৬,৫৪৯.৪১	১,২২,০৪৫.৫৫
২০১৩-১৪*	৫৮,৭৯০.৩০	২১,৫৬৫.৪৫	৮০,৩৫৫.৭৫	৫২,৬৩৯.৬৮	২১,৮১৭.৮১	৭৪,৪৫৭.৪৯

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * ডিসেম্বর' ২০১৩ পর্যন্ত।

১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত শিল্প ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর ব্যতীত এসময়ে শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত শিল্পখাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮০,৩৫৫.৭৫ কোটি টাকা ও ৭৪,৪৫৭.৪৯ কোটি টাকা। বিতরণকৃত ও আদায়কৃত শিল্পঋণের এ প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মূখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকার বিনিয়োগ পরিস্থিতি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরন অঞ্চল (ইপিজেড) স্থাপনের মাধ্যমে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে তাদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ৮টি ইপিজেডে (চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী) পুঞ্জীভূত বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩,০০১.৭৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ ২১৬.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১০.২৬ শতাংশ বেশি। ২০১২-১৩ অর্থবছরের একই সময়ে এ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৯৬.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ৮.৫-এ জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ব্যয়, রপ্তানি ও কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৫: ইপিজেডভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও কর্মসংস্থানের বিবরণ

ইপিজেডসমূহের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		বিনিয়োগ (মিলিয়ন মার্কিন	রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন	কর্মসংস্থান (জন)
	উৎপাদন	বাস্তবায়নাধীন			
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১৭২	১১	১,১৪৫.৫৭২	১৮,৪৭৬.১৩	১৮৬,০৬৪
ঢাকা ইপিজেড	১০০	০৮	১,০০৫.১৪১	১৫,৪৪০.৮১	৮৮,৩৪৩
কুমিল্লা ইপিজেড	৩৩	৩২	১৮৬.৬৪৫	১০০৭.৬৯	১৪,৭২২
মংলা ইপিজেড	১৮	১৫	১৩.৩২১	২১৮.২৩	১,৬৬১
উত্তরা ইপিজেড	১২	১০	৫৩.৪০৯	৬২.৪১	১০,৫৯১
ঈশ্বরদী ইপিজেড	১১	২১	৭৫.৫৭৩	১৮৪.৩৮	৬,১৫১
আদমজী ইপিজেড	৪১	২০	২৩৬.০৫২	১,০৫২.৯৮	৩৩,০৩৯
কর্ণফুলী ইপিজেড	৩৯	১৯	২৮৬.০২৯	১১৪৭.৩১	৪১,৬৫৯
মোট	৪২৬	১৩৬	৩,০০১.৭৪৫	৩৭,৫৮৯.৯৩	৩৮২,২৩০

উৎসঃ বেপজা

নিম্নের সারণি ৮.৬ এ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ইপিজেডে বিভিন্ন পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৬: ইপিজেডে পণ্যভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান

ক্রঃ নং-	উৎপাদিত পণ্যের নাম	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	বিনিয়োগ	কর্মসংস্থান (জন)
১.	পোষাক শিল্প	১০৩	৯৮৫.৪৭১	২,২৮,৯৯৭
২.	টেক্সটাইল	৩৯	৫৩২.৬৪৮	২২,৫৫১
৩.	জুতা ও চামড়াজাত শিল্প	২৯	১৭২.৫৪৮	২৫,৫৮৭
৪.	নীট গার্মেন্টস্ ও অন্যান্য বস্ত্র শিল্প	৪১	২৩৬.২০২	৩১,৬৬৩
৫.	গার্মেন্টস্ এ্যাক্সেসরিজ	৭৮	৩৭৬.৪২০	১৯,৫০৪
৬.	ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স	১৬	১১২.৬৭৮	৩,৯৬৬
৭.	তাবু	৮	৬৪.৭৮১	৮,৬০৯
৮.	টুপি	৫	৫২.২৮৩	৮,১৩০
৯.	টেরি টাওয়েল	১৮	৭৪.৮৩৭	৮,৩১২
১০.	ধাতব শিল্প	১৩	৪০.৪০৮	২,৪২০
১১.	প্লাস্টিক দ্রব্য	১৪	৩৯.৫১৯	২,০৪০
১২.	মোড়ক সামগ্রী	২	১.৪৪৭	১১০
১৩.	ফিশিং রীল ও গলফ শ্যাফ্ট	১	৩৩.৬০৪	৮২০
১৪.	রশি	২	৬.৭১১	৫৩৭
১৫.	সেবা খাত	৭	৩৯.৫৬৭	১,০৩০
১৬.	কৃষিজাত শিল্প	৯	৩.২০১	৩৪৫
১৭.	আসবাবপত্র	৩	৩৪.৪৪৭	২,৮১৮
১৮.	বিদ্যুৎ শিল্প	২	৯৫.৮৬৯	১১৯
১৯.	কেমিক্যাল শিল্প	৫	১২.৬০৭	৮১
২০.	বিবিধ	১	৯.৩৫৮	৭৫৯
	সর্বমোট	**৪২৬**	**৩,০০১.৭৪**	**৩,৮২,২৩০**

উৎসঃ বেপজা (BEPZA)

নিম্নের সারণি ৮.৭ এ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৮.৭: ইপিজেডে বার্ষিক বিনিয়োগ ও রপ্তানির পরিমাণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ইপিজেড		২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
ঢাকা	বিনিয়োগ	৫১.৩৫	৬১.৫৭	৮৭.৪৬	১১০.৩৪	৩০.৩৯	৬৪.৩৮	৭২.৩৮	৭৭.১৭	৬৮.৪৫	৭৩.৬০
	রপ্তানি	৭৫৭.৭৩	৯১৮.৩০	১০৩৩.০৩	১১৪৬.৫০	১১৯০.৩৬	১২১৬.৪৯	১৫২১.৭৮	১৬১৪.৪৫	১৭৮০.৭০	১০৭৫.৬০
চট্টগ্রাম	বিনিয়োগ	৪৫.৩১	৩৫.৯৫	৩২.৬২	১২৬.৪৬	৪৭.২২	৫৭.৫২	৮৫.৮৪	১০১.৭৪	১৩৩.৮৪	৫১.৫১
	রপ্তানি	৭৭২.৩৯	৮৭৩.০৩	৯৭১.৫৪	১১১৭.১৭	১১৮৮.১৫	১৩৩৩.৫৩	১৬৬৬.৮৮	১৮৮৩.৮১	২০৯৫.১২	১৩১৮.৪১
মংলা	বিনিয়োগ	১.৪৯	০	০.৪৩	২.০৩	০.৯৬	০.০১	০.৭৭	০.০৮	৩.৫২	৪.৫৯
	রপ্তানি	৭.৮৩	৭.০৯	১.৩১	৮.২৬	৭.০৬	৭.২৯	২৭.৯৩	৫৪.২৪	৭৪.১০	১৫.৩৬
কুমিল্লা	বিনিয়োগ	১৯.০১	১০.৬২	২১.০২	৯.৭২	৮.২০	২০.৪৪	৩৬.২৬	২০.০৭	২১.০৬	৮.৯৪
	রপ্তানি	৯.৬৬	৩৪.৯৯	৪৬.০১	১৩১.৩৮	৯৫.৮৫	৯৫.৩৪	১৪৫.৪৬	১৪৮.৩৬	১৭৬.৯৩	১১৮.৪৪
উত্তরা	বিনিয়োগ	০.৭২	০.০০	১.২৪	০.১৫	০.১৭	১.৬৯	১১.৯৮	৫.৯৭	২০.৬২	১০.০৯
	রপ্তানি	-	০.০০	০.০৮	০.০৯৫	০.২৪	১.৯০	৬.৭৭	১৬.০৩	২০.৩৮	১৬.৯২
ঈশ্বরদী	বিনিয়োগ	০.০৫	০.৭৬	০.০০	১.৪৩	১৪.০৪	১২.২১	২১.৪০	১৭.৮৫	৫.১২	২.৭২
	রপ্তানি	১.০৯	২.৫৪	২.২৩	১.২১	০.৭৯	৭.৫৪	২৫.৯৬	৪১.৫৩	৫৫.৭১	৪৫.৭৮
আদমজী	বিনিয়োগ	-	৪.০০	৭.৬৮	৩৩.৭১	২১.০৭	২৬.১৭	৩৭.০৫	৩৪.৫৫	২৯.৯৯	৪১.৮৩
	রপ্তানি	-	০.২৩	৯.৪৭	১৫.১০	৬০.১৩	১০৩.৬৫	১৬৪.৬৮	২০৭.৩২	২৭৪.১০	২১৮.৩১
কর্ণফুলী	বিনিয়োগ	-	-	১.৯১	১৮.৩৪	২৭.৯০	৩৯.৫৮	৪৭.৫৬	৮১.৩৩	৪৫.৯৩	২২.৯৮
	রপ্তানি	-	-	০.০০	৯.৮৬	৩৯.১৩	৫৬.৮১	১৩৮.১৬	২৪৫.০৫	৩৭৯.৬১	২৭৮.৬৯

উৎসঃ বেপজা * জানুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত।

ইপিজেডসমূহ পশ্চাৎসংযোগ (Backward Linkage) শিল্প স্থাপন ও অনগ্রসর শিল্পে সহায়তা প্রদান করছে। এ ক্ষেত্রে ইপিজেডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ইপিজেডের বাইরে অবস্থিত শিল্প হতে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হচ্ছে অপরদিকে তেমনি বাইরে অবস্থিত ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহে ইপিজেডের অভ্যন্তরে উৎপাদিত বিভিন্ন কাঁচামাল সরবরাহ করছে।

এ যাবৎ ইপিজেডসমূহে জাপান, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, সুইডেন, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভারত, পানামা, নেপাল, অষ্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, মরিশাস, আয়ারল্যান্ড, তুরস্ক, ইউক্রেন, মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ, শ্রীলংকা, বেলজিয়াম, কানাডা ও বাংলাদেশসহ প্রায় ৩৭টি দেশ বিনিয়োগ করেছে।

দেশের শিল্পোন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বেপজা ইপিজেডসমূহে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের পড়া লেখা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। এ লক্ষ্য অর্জনে কয়েকটি জোনে স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল সেন্টার, ফায়ার ষ্টেশন, পুলিশ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা শ্রমিকদের শিশুদের নিরাপত্তার জন্য চট্টগ্রাম ইপিজেড ও ঢাকা ইপিজেড এ ডে-কেয়ার সেন্টার খোলা হয়েছে এবং অন্যান্য ইপিজেডে এ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্তমানে বিদেশী ক্রেতাগণ সোস্যাল কমপ্লায়্যান্স এর উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে এবং বেপজা ও ইপিজেড এর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সোস্যাল কমপ্লায়্যান্স এর বিভিন্ন শর্তসমূহ মেনে চলার জন্য উৎসাহিত করছে। এতে ইপিজেডে কর্ম পরিবেশ অধিকতর উন্নত হচ্ছে এবং শ্রমিকরা অধিকতর সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে।

বেপজার ইপিজেডসমূহের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্জ্য শোধনাগার রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেডে দুটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন ০৩ টি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।